যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 200[illegible]
পৃষ্ঠা ০৭ কলাম ৬

[illegible]

স্কুলে ঘুষ দিয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হচ্ছে নিম্নমানের বই

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীতে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে পাঠ্য বইয়ের নামে অপাঠ্য বইয়ের রমরমা বাণিজ্য চলছে। পাঠ্য বইয়ের তালিকায় নিম্নমানের ভুলে ভরা বই. পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার বিনিময়ে এক শ্রেণীর স্কুল শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট বইয়ের প্রকাশক ও লেখকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। বইয়ের গুণগতমান যাচাই-বাছাই না করেই অখ্যাত ও অপাঠ্য বইকে পাঠ্য বইয়ে রূপান্তর করার ফলে জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি চড়া দামে এসব বই অভিভাবকরা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সূত্রে জানা যায়, ফেনীতে মাধ্যমিক স্তরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৩টি। এর মধ্যে সরকারি স্কুল রয়েছে ২টি। এ সব স্কুলে ৭ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৫ হাজার। বছরের শুরুর তিন মাস জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চে এই রমরমা বাণিজ্য চলে। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের শুরুতে নানা খ্যাত-অখ্যাত প্রকাশনা-সংস্থা ও বিভিন্ন লাইব্রেরির নিয়োগকৃতরা নেমে পড়ে। বছরের পর বছর স্কুল শিক্ষক ও প্রকাশকদের রমরমা এই বাণিজ্য চললেও এর ব্যাপারে কারও মাথা ব্যথা নেই।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরে টেক্সট বুক বোর্ডের মূলত পাঠ্য বই বাণিজ্য চলে। এসব বই পাঠ্য করার ব্যাপারে বোর্ডের কোন বেঁধে দেয়া নিয়ম না থাকায় বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন লেখক ও প্রকাশনা সংস্থার পুস্তক ইচ্ছেমতো পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্য পুস্তক সিলেকশন কমিটি থাকলেও এ কমিটি বা স্কুল প্রধানরা বইয়ের গুণগতমানের চেয়েও বেশি নজর দেন অর্থের দিকে। যে প্রকাশনা সংস্থা যত বেশি টাকা ডোনেশন দেয় সে প্রকাশনা সংস্থার বই পাঠ্য তালিকার জন্য নির্ধারিত বা মনোনীত করা হয়।

সূত্র জানায়, একেকটি বই পাঠ্য তালিকা করার জন্য প্রতিটি স্কুলকে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন বা চাঁদা দিতে হয়। এছাড়া জেলা শিক্ষক সমিতি ও উপজেলা সমিতির কর্মকর্তাদের স্ব স্ব থানার স্কুলপ্রতি ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা দিতে হয়। মোটা অংকের এই টাকা দিয়ে প্রকাশনা সংস্থাগুলো পাঠ্য বইয়ের অস্বাভাবিক হারে দাম নির্ধারণ করেছে। এসব বই বাজার থেকে অন্যান্য পাঠ্য বইয়ের তুলনায় বেশি দামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। বিক্রেতারা অভিযোগ করেন, যেহেতু স্কুলগুলোতে মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে পাঠ্য বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এসব বই কিনতে বাধ্য। অন্যান্য বই ৪০ থেকে ৫০ ভাগ